দৈনিক খবর

১৪৫

তারিখ 12 NOV 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

৩২

দাবী আদায়ে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কর্মসূচী

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বেসরকারী শিক্ষকদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত করা, সরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি ও শূন্য পদ পূরণসহ ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ১৯শে নভেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন কর্মসূচী শুরু করে ৭ই জানুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিরাম ধর্মঘট পালন করবে।

গতকাল সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল এবং বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এর আগে ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ৫টি শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ১৫ দফা দাবীর মধ্যে বেসরকারী শিক্ষকদের মূল বেতনের পূর্ণ অংশ সরকার থেকে প্রদান, শিক্ষক কল্যাণ ট্রাষ্টের কার্যক্রম অবিলম্বে চালু করা, ৮, ১২, ১৫ ও ১৮ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বেসরকারী শিক্ষকদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করা, ন্যায্যমূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের দাবী রয়েছে।

ফেডারেশনের ঘোষিত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে।—

১৯শে নভেম্বর দাবী দিবস পালন, ২০ ও ২১শে নভেম্বর উপজেলা ও জেলা সদরে মিছিল এবং স্মারকলিপি পেশ, ২৩শে নভেম্বর হতে সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষকদের অব্যাহতভাবে কালো ব্যাজ ধারণ, ২৪ ও ২৫শে নভেম্বর জেলা উপজেলা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ে, ২৬শে নভেম্বর হতে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে কর্মবিরতি, ৯ই ডিসেম্বর পূর্ণ দিবস প্রতীক ধর্মঘট, ১০ই ডিসেম্বর হতে ১৫ই ডিসেম্বর প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে কর্মবিরতি, ১৭ই ডিসেম্বর পূর্ণ দিবস প্রতীক ধর্মঘট, ১৮ ও ১৯শে ডিসেম্বর ইউএনও এবং ডিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট, ২১শে ডিসেম্বর হতে ১লা জানুয়ারী '৯২ পর্যন্ত প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে কর্মবিরতি, ২রা জানুয়ারী '৯২ পূর্ণ দিবস প্রতীক ধর্মঘট, ৪ঠা জানুয়ারী '৯২ ঢাকায় ফেডারেশনের প্রতিনিধি সম্মেলন, ৫ই জানুয়ারী '৯২ সচিবালয়ের সামনে সরকারী বেসরকারী শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট এবং ৭ই জানুয়ারী '৯২ হতে সরকারী বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অবিরাম পূর্ণ ধর্মঘট পালন। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেল ছাড়াও কাজী ফারুক আহমেদ, আজিজুল হক শাহ, মোঃ শহীদুর রহমান, জোনাব আলী, অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদুল হক, মওলানা নূর মোহাম্মদ রব্বানী, মওলানা ফজলুর রহমান, আবদুর রব মিয়া, এ বি এম আবুল কাশেম, এনায়েত হোসেন মিয়া, আমজাদ হোসেন, মোশারফ হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন।